মঙ্গলবার
৭ এপ্রিল ২০২৬
২৪ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। ১৮ শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরি
১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১২ টাকা
রেজি-ডিএ ৮৪। ৭৩তম বর্ষ। ৯৯তম সংখ্যা
THE DAILY ITTEFAQ
www.ittefaq.com.bd

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

গভর্নরের সঙ্গে এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদলের মতবিনিময়

সুদের হার সিংগেল ডিজিট ও ইডিএফ ফান্ডের পরিসর বাড়ানোর আহ্বান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অর্থনীতির স্বার্থে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ধীরে ধীরে এক অঙ্কে (সিংগেল ডিজিট) নামিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ইডিএফ ফান্ডের পরিসর বিস্তৃতিকরণ ও সকল রপ্তানি খাতের জন্য উন্মুক্ত রাখার অনুরোধও জানান তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময় করেছে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) নেতৃত্বে একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল। সেখানে এই আহ্বান জানানো হয়। সোমবার মতিঝিলে গভর্নরের কার্যালয়ে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান। এফবিসিসিআই প্রশাসক বলেন, বর্তমান গভর্নর এমনই এক মুহূর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যখন দেশের অর্থনীতিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেশকিছু চ্যালেঞ্জ বিরাজ করছে। এফবিসিসিআই মনে করে দেশের ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, ধারাবাহিক ও বাস্তবভিত্তিক মনিটরি পলিসি প্রণয়ন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে বর্তমান গভর্নরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক উপযুক্ত ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। সুদের হার স্থিতিশীল রাখার আহ্বান জানিয়ে এফবিসিসিআই প্রশাসক বলেন, বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা ও বিনিয়োগের স্বার্থে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। সুদের হার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পন্থা হলেও আর্থিক খাত, রাজস্ব খাত ও বাজার ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ সমন্বয় ছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে সুদের হার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এক অঙ্কে (সিঙ্গেল ডিজিট)-এ নামিয়ে আনার অনুরোধ জানান তিনি।

এ সময় বৈদেশিক মুদ্রার (ডলার) জোগান স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থে

প্রয়োজনীয় পলিসি সহায়তা প্রদান, বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবাহ যথাসাধ্য বৃদ্ধি করা, অনাদায়ী/খেলাপি ঋণ (এনপিএল) কমিয়ে আনা, জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে বিদেশগামীদের আর্থিক সহায়তা ও সহজ শর্তে ঋণসহ অবাধ রেমিট্যান্স প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং গ্রাহক ঋণসীমা বর্ধিতকরণের প্রস্তাব জানান এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাংকিং সমস্যা দ্রুত সমাধানে বিশেষ কমিটি গঠনের আহ্বান জানান এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির স্বার্থে এফবিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে এফবিসিসিআই।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে ছিলেন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি তাসকিন আহমেদ, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম সরকার, বিজিএমইএর পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী (খোকন), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-এর সভাপতি মোহাম্মাদ হাতেম, বারভিডার সভাপতি মো. আবদুল হক, উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)-এর সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, বাংলাদেশ স্টিল ম্যানু: অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানু: অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি জালাল উদ্দিন, বাংলাদেশ সিএনজি মেশিনারিজ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাকির হোসেন নয়ন, বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন প্রমুখ। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এ সময় তাদের খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রথম আলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খানসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা। গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে। ছবি : এফবিসিসিআই

সুদের হার কমানো ও ইডিএফের আকার বাড়ানোর দাবি

গভর্নর-ব্যবসায়ী বৈঠক

গতকাল গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক করেন এফবিসিসিআই নেতারা। বৈঠকে ইডিএফের আকার বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের কাছে একগুচ্ছ দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংকঋণের সুদের হার কমানো। এ ছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করাসহ আরও কিছু দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গভর্নর কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) মহাসচিব মো. আলমগীর। বৈঠকে সংগঠনের অন্য ব্যবসায়ী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতে এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান বলেন, এফবিসিসিআই মনে করে, দেশের ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, ধারাবাহিক ও বাস্তবভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বৈঠক শেষে এফবিসিসিআইয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠক শেষে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ইডিএফ তহবিল বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। গভর্নর এই দাবির সঙ্গে একমত হয়েছেন। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার কথা বলেছি। পরবর্তী সময়ে তা আট বিলিয়ন করার কথাও বলা হয়েছে।'

ইডিএফ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি তহবিল, যেখান থেকে ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল আমদানির জন্য কম সুদে ডলারে ঋণ পান।

বৈঠকের বিষয়ে এফবিসিসিআইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা ও বিনিয়োগের স্বার্থে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। সুদের হার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পন্থা হলেও আর্থিক খাত, রাজস্ব খাত ও বাজার ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ সমন্বয় ছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে সুদের হার ধাপে ধাপে কমিয়ে এক অঙ্কে (সিঙ্গেল ডিজিট) নামিয়ে আনার অনুরোধ জানানো হয় এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে ছিলেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকিন আহমেদ, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বারের সভাপতি আবদুল ওয়াহেদ, তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম সরকার, নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মাদ হাতেম, পুরোনো গাড়ি আমদানিকারকদের সংগঠন বারভিডার সভাপতি মো. আবদুল হক, উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ওয়েব) সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ইস্পাত খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএসএমএর সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ সুপারমার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন প্রমুখ।

সভার বিষয়ে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, তিন মাস কেউ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাঁকে খেলাপি করা হয়। সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ছয় মাস করার দাবি জানানো হয়েছে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে। এ ছাড়া একটি গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে অন্য সব প্রতিষ্ঠানও খেলাপি হয়ে যায়, সেই বিধান বাতিলেরও দাবি জানানো হয়েছে। ঋণ পুনঃ তফসিলের সময় বাড়িয়ে ১০ বছর করারও দাবি জানান ব্যবসায়ীরা।

সভায় জ্বালানি ব্যয় কমাতে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কম সুদে ঋণসুবিধা চালুর সুপারিশ করে এফবিসিসিআই।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

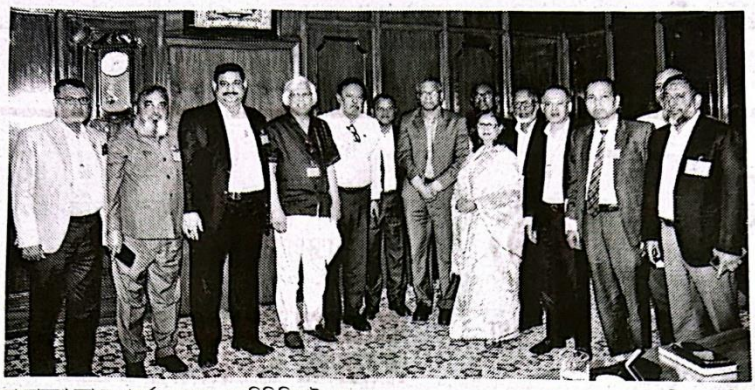

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের সঙ্গে এফবিসিসিআই নেতারা ছবি : সংগৃহীত

ইডিএফ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার অনুরোধ এফবিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইডিএফ বা রফতানি উন্নয়ন তহবিল আবারো ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার অনুরোধ জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষস্থানীয় সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। একই সঙ্গে সুদহার এক অংকে নিয়ে আসারও আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ অনুরোধ জানান এফবিসিসিআই নেতারা। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, 'রফতানি উন্নয়নের স্বার্থে ইডিএফের পরিসর বিস্তৃতকরণ ও সব রফতানি খাতের জন্য এ তহবিল উন্মুক্ত রাখা দরকার। ইডিএফে আগে ৭ বিলিয়ন ডলার ছিল। বর্তমানে তা ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে। এর পরও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে যেন ডলারের বাজারে কোনো সংকট তৈরি না হয়, সেজন্য আমরা ইডিএফ তহবিলের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার অনুরোধ জানিয়েছি। গভর্নর বলেছেন, তিনি ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়ন করবেন।'

রফতানিকারকদের ঋণ সুবিধা দিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ইডিএফ গঠন করা হয়। ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ এ তহবিলের আকার ছিল ৩৫০ কোটি বা সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরুর পর প্রথম দফায় সরকারের নির্দেশে ইডিএফের আকার ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। এরপর কয়েক দফায় বাড়ানোর পর এর আকার একসময় ৭ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকে। বর্তমানে এ তহবিলে প্রায় ২৩০ কোটি বা ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আছে বলে জানা গেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ কর্মসূচির আলোকে ইডিএফের আকার এ পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে।

ইডিএফ ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি আরো কয়েকটি খাতে বিনিয়োগ করতে রিজার্ভ থেকে ডলার নিয়েছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সরকার। এর পরও এ বিনিয়োগ ও ঋণগুলোকে সরকার গ্রস রিজার্ভে দেখাত। তবে আইএমএফ সরকারকে ঋণ দেয়ার জন্য রিজার্ভের হিসাবে এসব বিনিয়োগ ও ঋণ বাদ দিতে বলে। একই সঙ্গে রিজার্ভ থেকে এসব সহায়তার আকার কমিয়েও আনতে বলে।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে সুদহার কমানো ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় থাকা ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের যেন স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়টিও লক্ষ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে এফবিসিসিআই। মো. আলমগীর বলেন, 'বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদহার এক অংকে নামিয়ে আনা ও স্থিতিশীল রাখা জরুরি। একই সঙ্গে সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির চাপ কমিয়ে বেসরকারি ও উৎপাদনমুখী খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।'

এদিকে গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, 'বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬ শতাংশে নেমে এসেছে; যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আবার নীতি সুদহার ১০ শতাংশ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এর ফলে ঋণের প্রকৃত সুদহার প্রায় ১৬-১৭ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। এর ফলে ব্যাংক থেকে অর্থায়ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রমেই ব্যয়বহুল ও অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং স্বল্প মুনাফাভিত্তিক উৎপাদনশীল শিল্পও প্রায় হুমকির মুখে।'

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মাদ হাতেমসহ বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আংশিক নয় পুরো সত্য

কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

ঢাকা। বর্ষ ১৭। সংখ্যা ৮২ ৭ এপ্রিল ২০২৬। ২৪ চৈত্র ১৪৩২। ১৮ শাওয়াল ১৪৪৭ নগর সংস্করণ। দাম ১২ টাকা

গভর্নর-এফবিসিসিআই বৈঠক

ব্যাংকঋণের সুদহার কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মোস্তাকুর রহমান

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। যদিও সুদের হার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তবে আর্থিক খাত, রাজস্বনীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এ কারণে ধাপে ধাপে সুদের হার কমিয়ে সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

ব্যাংকঋণের সুদহার কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়সভায় দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) এই আহ্বান জানান।

বৈঠকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সংকট তুলে ধরে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে ব্যাংকঋণের সুদের হার ধীরে ধীরে কমিয়ে এক অঙ্কে (সিঙ্গেল ডিজিট) নামিয়ে আনার আহ্বান জানায় এফবিসিসিআই। একই সঙ্গে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) সম্প্রসারণ এবং তা সব ধরনের রপ্তানি খাতের জন্য উন্মুক্ত রাখার অনুরোধ জানানো হয়।

আবদুর রহিম খান বলেন, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে দেশীয় ও বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা এবং বাস্তবসম্মত মুদ্রানীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে ব্যবসায়ী মহল প্রত্যাশা করছে।

বৈঠকে এফবিসিসিআই নেতারা বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা দেওয়া, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়ানো, অনাদায়ী বা খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা এবং বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণসহ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁরা।

এ ছাড়া গ্রাহক ঋণসীমা (সিঙ্গেল বোরোয়ার এক্সপোজার) বাড়ানো এবং অবাধ রেমিট্যান্স প্রবাহ নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়।

কভিড-পরবর্তী পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক যে প্রণোদনা ও নীতিগত সহায়তা দিয়েছে, সে জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ধন্যবাদ জানান এফবিসিসিআই প্রশাসক।

এ সময় এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ব্যাংকিং সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করে এফবিসিসিআই।

এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত ইডিএফ তহবিল একসময় সাত বিলিয়ন ডলার থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ২.২০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ তহবিল পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়েছে। গভর্নর এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ধাপে ধাপে তহবিল বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ইডিএফ ফান্ড বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। গভর্নর এটার সঙ্গে একমত হয়েছেন। আইএমএফের কারণে এটা কমানো হয়েছে। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নতি করার কথা বলেছি। পরবর্তী সময়ে তা আট বিলিয়ন করার কথা বলা হয়েছে।'

ইডিএফ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি তহবিল, যেখানে ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল আমদানির জন্য সুদে ডলারে ঋণ পান।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকিন আহমেদ, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বারের সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক, বিটিএমএর সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম সরকার, বিজিএমইএর পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মাদ হাতেম, বারভিডার সভাপতি মো. আবদুল হক, উইমেন এন্টারপ্রেনার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়ালসহ বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী নেতারা। বৈঠকে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা নিজ নিজ খাতের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন।

মঙ্গলবার
৭ এপ্রিল ২০২৬
২৪ চৈত্র ১৪৩২ | ১৮ শাওয়াল ১৪৪৭
১৬ পৃষ্ঠা | ১২ টাকা

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল
নগর সংস্করণ

মূল কাগজের ভেতরে

সুদের হার কমানোর দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে এফবিসিসিআই ও ঢাকা চেম্বারের বৈঠক

বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল সোমবার ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি জানান তারা। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদহার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। একই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তা এক অঙ্কে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে এফবিসিসিআইর পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির চাপ কমিয়ে উৎপাদনমুখী খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদের নেতৃত্বে সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা গর্ভরের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে বলা হয়, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬ দশমিক শূন্য তিন শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীত সুদহার ১০ শতাংশ রয়েছে। এর ফলে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার ১৬ থেকে ১৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

ডিসিসিআই নেতারা বলেন, ব্যাংক থেকে অর্থায়ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রমেই ব্যয়বহুল ও অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং স্বল্প মুনাফাভিত্তিক উৎপাদনশীল শিল্পের জন্য যা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বেসরকারি বিনিয়োগে নিম্নমুখী প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদের হার ক্রমান্বয়ে কমানোর পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাত, রপ্তানিমুখী শিল্প এবং এসএমই খাতের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকিযুক্ত ঋণ সুবিধা চালুর প্রস্তাব করেছে ঢাকা চেম্বার।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে এফবিসিসিআই নেতারা রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়ানোর দাবি জানান। তারা বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত ইডিএফ তহবিল একসময় সাত বিলিয়ন ডলার থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে।

এ প্রসঙ্গে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ইডিএফ ফান্ড বাড়ানোর বিষয়ে গভর্নর একমত হয়েছেন। আইএমএফের কারণে এটা কমানো হয়েছে। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি করেছি। পরে তা আট বিলিয়ন করার কথা বলা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, তিন মাস কেউ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাকে শ্রেণিকৃত করা হয়। সেটা বাড়িয়ে ছয় মাস করার দাবি জানানো হয়েছে। এক প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে অন্য প্রতিষ্ঠান খেলাপি হয়ে যায়। সেটা বন্ধ করার দাবিও জানানো হয়েছে।

নগর সংস্করণ

আজকের পত্রিকা

রিজার্ভের অর্থ ঋণে টেনে নিতে চান ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের রপ্তানিকারকদের ঋণ দিতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) নামে একটি বিশেষ তহবিল আছে। এই তহবিলের অর্থের জোগান দেওয়া হয় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে। বর্তমানে তহবিলটির আকার ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। এটা বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলার করার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে গতকাল সোমবার বৈঠক করে এমন দাবি জানিয়েছে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। একই সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের এক গ্রাহক ঋণসীমা ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার দাবি তাদের। এই দাবি মেনে নিলে কোনো একজন গ্রাহকই একটি ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধনের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত টেনে নিতে পারবেন।

গতকালের বৈঠকে এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আরও যেসব দাবি জানানো হয়েছে তার মধ্যে আছে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপিদের পুনর্বাসনে নীতিগত সহায়তা দেওয়া, আমদানির জন্য ডলার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

এফবিসিসিআইয়ের প্রস্তাব

» বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদের বৈঠক।

» ইডিএফ বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন করে ঋণ বৃদ্ধির দাবি ব্যবসায়ীদের।

» এই দাবি মানলে আইএমএফের শর্ত উপক্ষিত হতে পারে।

রিজার্ভের অর্থ ঋণে টেনে নিতে চান ব্যবসায়ীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারি ঋণ কমিয়ে বেসরকারি খাতে উৎপাদনমুখী ঋণ বৃদ্ধি করা। তাদের দাবির মধ্যে আরও আছে—ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পে সহায়তা, ঋণ পুনঃ তফসিল সহজ করা, সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, প্রণোদনা প্যাকেজ নিশ্চিত করা, প্রবাসীদের জন্য প্রণোদনা ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, এসএমই ও নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ দেওয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, রপ্তানিকারকদের ঋণসুবিধা দিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ইডিএফ গঠন করা হয়। ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ এ তহবিলের আকার ছিল ৩৫০ কোটি বা সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরুর পর প্রথম দফায় সরকারের নির্দেশে ইডিএফের আকার ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। এরপর কয়েক দফায় বাড়ানোর পর এর আকার একসময় ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। বর্তমানে এ তহবিলের আকার প্রায় ২৩০ কোটি বা ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) তাদের ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের সঙ্গে রিজার্ভের অর্থের অপব্যবহার রোধের শর্ত জুড়ে দেয়। এখন ইডিএফে রিজার্ভের অর্থ বাড়ালে আইএমএফের ওই শর্ত বাস্তবায়ন উপেক্ষিত হবে।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, 'দেশে বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে। এরপরও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে যেন ডলারের বাজারে কোনো সংকট তৈরি না হয়, সে জন্য আমরা ইডিএফ তহবিলের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার অনুরোধ জানিয়েছি। গভর্নর কথা দিয়েছেন, তিনি ধীরে ধীরে তা বাড়াবেন।'

এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব জানান, গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে সুদহার কমানো ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার থাকা ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের যেন স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সূত্র জানায়, এফবিসিসিআই একক গ্রাহক ঋণসীমা ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দিয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যাংক যাতে তার পরিশোধিত মূলধনের এক-চতুর্থাংশ অর্থের পরিমাণ একজন গ্রাহককে ঋণ দিতে পারে, সেই দাবি করেন ব্যবসায়ী নেতারা। যা নতুন ও ছোট উদ্যোক্তাদের বঞ্চিত করে ঋণ পুঞ্জীভূত করবে। এমনকি একজন গ্রাহক খেলাপি হলে ব্যাংক বড় চাপে পড়বে, যা বিগত সরকারের সময় ঘটেছে। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। কোনো কোনো ব্যাংকের খেলাপি ৯০ শতাংশ হয়েছে। যদিও ২০২৬ সালের মধ্যে খেলাপি ১০ শতাংশের নিচে নামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিগত দুই গভর্নর আইএমএফের ঋণের কিস্তি নিশ্চিত করেছিলেন। সেই ঋণ চলমান রয়েছে। শর্ত ভঙ্গ করলে আইএমএফের ৪৭০ কোটি ডলারের অবশিষ্ট কিস্তির অর্থ ছাড় আটকে যাওয়ায় শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

এফবিসিসিআই লিখিতভাবে জানায়, দেশের অর্থনীতিতে অনাদায়ি বা খেলাপি ঋণের চাপ কমাতে গভর্নরকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হয়ে পড়ে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে নীতিগত সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

এফবিসিসিআই বলছে, খেলাপি ঋণ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড় ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। তাই অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। সংগঠনটি কখনোই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের পক্ষে নয়। তবে ব্যবসায়িক ঝুঁকি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে যাঁরা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হয়েছেন, তাঁদের জন্য পুনর্বাসনমূলক নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন বলে মনে করে এফবিসিসিআই।

এফবিসিসিআই আশা প্রকাশ করেছে, যথাযথ নীতিসহায়তা ও কঠোর নজরদারির সমন্বয়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবসাবান্ধব নীতিগত সহায়তা জোরদারের দাবি ও ব্যাংকিং খাতের সুদ কমানো জরুরি।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমান ব্যাংক থেকে অর্থায়ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রমেই ব্যয়বহুল ও অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নীতি সুদহার ক্রমান্বয়ে কমানোর পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাত, রপ্তানিমুখী শিল্প এবং এসএমই খাতের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকিযুক্ত ঋণসুবিধা চালু করার প্রস্তাব করেছি।'

উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সার্জারির পর কেমন আছেন... ● পৃষ্ঠা ৭

মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল ২০২৬ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ ■ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৩১০ ■ ২৪ চৈত্র ১৪৩২ ■ ১৮ শাওয়াল ১৪৪৭ ■ www.alokitobangladesh.com thealokitobangladesh | ১২ পৃষ্ঠা ৮ টাকা

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি

গভর্নরের সঙ্গে ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক

● এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদল আমদানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ডলার সরবরাহ নিশ্চিত করা, এলসি খোলার প্রক্রিয়া সহজ করা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ নীতিগত সহায়তারও দাবি জানায়

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) দ্বিগুণ করে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি (এফবিসিসিআই)। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি তুলে ধরেন ব্যবসায়ী নেতারা। একই সঙ্গে একক ঋণসীমা (সিঙ্গেল বোরোয়ার এক্সপোজার লিমিট) বর্তমানের তুলনায় ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাবও দেন তারা। বৈঠকে ঋণের সুদের হার এক অঙ্কে রাখার পাশাপাশি খেলাপি ঋণের নিয়ম কিছুটা শিথিল করার দাবিও জানান ব্যবসায়ীরা। এসময় এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদল আমদানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ডলার সরবরাহ নিশ্চিত করা, এলসি খোলার প্রক্রিয়া সহজ করা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ নীতিগত সহায়তারও দাবি জানায়। এদিন বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে এফবিসিসিআইয়ের প্রস্তাব লিখিত আকারে তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য, জ্বালানি খরচ এবং পরিবহন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এতে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় দেশের শিল্প ও রপ্তানি খাতও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সরবরাহ, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী করতে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়েছে–

ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা : ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার জরুরি। অতীতে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাংক একীভূতকরণের ক্ষেত্রে আমানতকারী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করার আহ্বান।

সুদের হার স্থিতিশীল রাখা : বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সুদের হার ধীরে ধীরে কমিয়ে এক অঙ্কে (সিঙ্গেল ডিজিট) আনার প্রস্তাব।

ডলারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা : আমদানি-রপ্তানি ও উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখতে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি ওভার-ইনভয়েসিং প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তথ্য সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব।

ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পে নীতিগত সহায়তা : ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ঋণ পুনঃতফশিল, সহজ শর্তে ঋণ এবং প্রণোদনা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ঋণ পুনঃতফশিলের সময়সীমা ৩ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি : সরকারি ঋণের চাপ কমিয়ে উৎপাদন খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর।

খেলাপি ঋণ কমানো : ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে খেলাপি হওয়া উদ্যোক্তাদের পুনর্বাসনে নীতিগত সহায়তার প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদি ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি : উৎপাদনকারীদের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি ঋণের মেয়াদ যুক্তিসংগতভাবে বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো : প্রবাসী আয় বাড়াতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখা এবং বিদেশগামী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব।

ব্যাংকিং সমস্যা সমাধানে কমিটি : শিল্প খাতের ব্যাংকিং সমস্যা দ্রুত সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব।

গ্রিন ফাইন্যান্সিং : জ্বালানি আমদানি ব্যয় কমাতে সোলারসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ।

গ্রাহক ঋণসীমা বৃদ্ধি : সিঙ্গেল বোরোয়ার এক্সপোজার লিমিট ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব।

ইডিএফ ফান্ড সম্প্রসারণ : রপ্তানি উন্নয়নের জন্য ইডিএফ তহবিলের পরিমাণ বাড়ানো ও সব রপ্তানি খাতের জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান।

এসএমই ও নারী উদ্যোক্তা সহায়তা : ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা বাড়ানো, হেল্পডেস্ক চালু করা এবং সহজ শর্তে জামানতহীন ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব।

গতকাল গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ব্যবসায়ী নেতারা ● আলোকিত বাংলাদেশ

মঙ্গলবার
৭ এপ্রিল ২০২৬
২৪ চৈত্র ১৪৩২
১৮ শাওয়াল ১৪৪৭
রেজি নং : ডিএ-৩০০
বর্ষ ২২ সংখ্যা ১১
১২ পৃষ্ঠা ৮ টাকা

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়
facebook.com/AmadershomovNews x.com/amadershomovbd www.dainikamadershomoy.com

গভর্নরের সঙ্গে এফবিসিসিআইয়ের বৈঠক

সুদহার কমানো ও ঋণসীমা বৃদ্ধির দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাংকঋণের সুদের হার কমানো, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার বৃদ্ধি, একক গ্রাহকের ঋণের সীমা বাড়ানোসহ একগুচ্ছ দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে এসব দাবি জানানো হয়েছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এফবিসিসিআই প্রশাসক আবদুর রহিম খান। বৈঠকে সংগঠনের অন্য ব্যবসায়ী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, বৈঠকে লিখিত আকারে অন্তত ১২টি প্রস্তাব ও দাবি জানানো হয়। এর মধ্যে আছে– রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার আবার বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা, একক গ্রাহকের ঋণসীমা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, ব্যাংকঋণের সুদের হার ধীরে ধীরে এক অঙ্কে (সিঙ্গেল ডিজিট) নামিয়ে আনা, খেলাপি ঋণ কমানো ও ঋণ খেলাপি হওয়ার সময় শিথিল করা এবং ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৭

সুদহার কমানো

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিল্প খাতের ব্যাংকিং সমস্যা দ্রুত সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে নীতিগত সহায়তা দেওয়া এবং বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং অবাধ রেমিট্যান্সপ্রবাহ নিশ্চিত করার প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়।

বৈঠকে এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য, জ্বালানি খরচ এবং পরিবহন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এতে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় দেশের শিল্প ও রপ্তানি খাতও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সরবরাহ, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বৈঠক শেষে এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত ইডিএফ তহবিল একসময় ৭ বিলিয়ন ডলার থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ তহবিল পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়েছে। গভর্নর এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ধাপে ধাপে তহবিল বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এ সময় বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ইডিএফ ফান্ড বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। গভর্নর এটার সঙ্গে একমত হয়েছেন। আইএমএফের কারণে এটা কমানো হয়েছে। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নতি করার কথা বলেছি। পরবর্তী সময়ে তা আট বিলিয়ন করার কথা বলা হয়েছে।

সুদের হার প্রসঙ্গে এফবিসিসিআই প্রশাসক বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা এবং বিনিয়োগ বাড়াতে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলেও আর্থিক খাত, রাজস্ব খাত ও বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই ধীরে ধীরে সুদের হার কমিয়ে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার আহ্বান জানান তিনি।

এফবিসিসিআই মহাসচিব বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। একই সঙ্গে তা পর্যায়ক্রমে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, সরকারি খাতে ঋণবৃদ্ধির চাপ কমিয়ে উৎপাদনমুখী খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, তিন মাস কেউ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাকে খেলাপি করা হয়। সেটা বাড়িয়ে ছয় মাস করার দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এক প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে অন্য প্রতিষ্ঠান খেলাপি হয়ে যায়, সেটা বন্ধ করতে বলেছি। এ ছাড়া ঋণ পুনঃতফসিল দেওয়ার পর সময় ৪ থেকে ৫ বছর দেওয়া হয়, তা বৃদ্ধি করে ১০ বছর করার দাবি জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার
৭ এপ্রিল ২০২৬ • ২৪ চৈত্র ১৪৩২
১৮ শাওয়াল ১৪৪৭ • ঢাকা, বর্ষ ৫
সংখ্যা ২৪৯ • ১২ পৃষ্ঠা দাম ৮ টাকা
www.dainikbangla.com.bd

ইতিহাসের সাথে ভবিষ্যতের পথে

দৈনিক বাংলা

গভর্নর-এফবিসিআই বৈঠক

সুদ হার কমানো ও ইডিএফের আকার বাড়ানোর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

রপ্তানিকারকদের সহায়তা জোরদারে বিনিয়োগ বাড়াতে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনা, অনিচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপিদের নীতি সহায়তা প্রদান ও ইডিএফ তহবিলের আকার বাড়ানোসহ ১০ দফা দাবি বা সুপারিশ প্রস্তাব তুলে ধরেছে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। তারা তহবিলের আকার বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

সোমবার রাজধানীর মতিঝিলস্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান-এর সঙ্গে বৈঠককালে এসব প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) মহাসচিব মো. আলমগীর। বৈঠকে সংগঠনের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

মো. আলমগীর বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত ইডিএফ তহবিল এক সময় ৭ বিলিয়ন ডলার থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ তহবিল ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়েছে। গভর্নর এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ধাপে-ধাপে তহবিল বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, আইএমএফের ঋণ কর্মসূচির আলোকে ইডিএফের আকার কমিয়ে এ পর্যায়ে নামানো হয়েছে।

সুদের হার প্রসঙ্গে আলমগীর বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদহার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। একই সঙ্গে তা পর্যায়ক্রমে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির চাপ কমিয়ে উৎপাদনমুখী খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ইডিএফ ফান্ড বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। গভর্নর এটার সঙ্গে একমত হয়েছেন। আইএমএফের কারণে এটা কমানো হয়েছে। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলার উন্নীত করার দাবি করেছি। পরবর্তীতে তা ৮ বিলিয়ন করার কথা বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, তিন মাস কেউ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাকে শ্রেণিকৃত করা হয়। সেটা বাড়িয়ে ৬ মাস করার দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে এক প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে অন্য প্রতিষ্ঠান খেলাপি হয়ে যায় সেটা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া ঋণ পুনঃতফসিল দেওয়ার পর সময় ৪ থেকে ৫ বছর দেওয়া হয়। তা বৃদ্ধি করে ১০ বছর করার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়া জ্বালানি ব্যয় কমাতে সোলারসহ গ্রিন এনার্জিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য স্বল্প সুদের গ্রিন ফাইন্যান্সিং সুবিধা চালুর সুপারিশ করে এফবিসিসিআই।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

গভর্নরের কাছে নীতি সহায়তাসহ একগুচ্ছ দাবি ব্যবসায়ীদের

টাকার অবমূল্যায়ন চায় না : রফতানি তহবিলের আকার বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে চায়

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

রেমিট্যান্স বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা পর্যাপ্ত রয়েছে উল্লেখ করে বিনিময় হার নতুন করে না বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। একই সঙ্গে রফতানি খাতে সহযোগিতা করতে রফতানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) গঠন করা হয়। বর্তমানে তার আকার কমিয়ে দুই বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। তা ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি তুলেছে সংগঠনটি। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃঃ ১১ কঃ ৩

গভর্নরের কাছে নীতি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে সংগঠনটির প্রশাসক আব্দুর রহিম খানের নেতৃত্বে এফবিসিসিআই'র নেতাদের প্রতিনিধিদল এটিসহ ১২ দফার লিখিত প্রস্তাব দেয়। পরে সাংবাদিকদের এফবিসিসিআই'র মহাসচিব আলমগীর হোসেন বলেছেন, ডলারের অভাব না থাকায় বিনিময় হার না বাড়ানোর জন্য বলেছি। টাকার মান যেনো আর না কমানো হয়। তিনি বলেন, গভর্নর আমাদের বলেছেন, দেশে ডলারের কোনো অভাব নেই। এক্সচেঞ্জ রেট বাড়ানোর কোনো সুযোগে নাই। কেউ যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে আরও উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি তাসকিন আহমেদ, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক, উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ওয়েব) সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি জালাল উদ্দিন, বাংলাদেশ সিএনজি মেশিনারিজ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাকির হোসেন নয়ন ও বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন।

বৈঠকে ইডিএফ ফান্ড থেকে পাওয়া ঋণের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে ৫ বছর ও সুদহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করার দাবি করা হয়। যদিও তহবিলের অর্থ খেলাপি হয়ে যাওয়া, ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে গড়িমসি ও একটি গ্রুপের কাছেই চার বিলিয়ন ডলারের মতো অর্থ চলে যাওয়ার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ শর্ত মানতে গিয়ে ইডিএফ তহবিলের আকার কমিয়ে আনে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর বিপরীতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করতে স্থানীয় মুদ্রা টাকায় আরেকটি তহবিল গঠন করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিলটির আকার ১০ হাজার কোটি টাকা।

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে ব্যবসায় খরচ বেড়ে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা বলেছি, ব্যবসায়ীদের নীতি সহায়তা দিতে। সভায় ৫ ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করার বিষয়টিও আলোচনা হয় জানিয়ে আলমগীর হোসেন বলেন, আমরা বলেছি আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। ব্যাংকিং খাতে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল তা ঠিক করা দরকার।

একক গ্রাহক ঋণ সীমা তুলে দেওয়ার দাবি তুলে এফবিসিসিআইর পক্ষ থেকে বলা হয়, এখন তো ব্যবসার খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই সীমাটি বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে পণ্য জাহাজীকরণের সময় একটি ঋণ নেওয়ার সুযোগ ছিল, সেটি এখন বন্ধ করা হয়েছে। আমরা বলেছি সেটি চালু করতে।

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জের মুখে চলে গেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এখন ব্যবসায়ীদের নীতিসহায়তা দিতে হবে, তাহলে ব্যবসা সচল থাকবে, অর্থনীতি সচল হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে। বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশীয় চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ধরে রাখতে জরুরি নীতিগত সমর্থন প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

ব্যবসায়ীদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে- বিনিয়োগ বাড়াতে সুদ কমানো, ডলার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলায় সুদের হার কমিয়ে এক অঙ্কে নামানো, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতায় জ্বালানি ও কাঁচামালের উচ্চমূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শিল্প খাতের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় ঋণের সুবিধা বাড়ানো, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, পুনঃতফসিলকরণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যকর করা।

দৈনিক
কালবেলা
আঁধার পেরিয়ে...
৭ এপ্রিল ২০২৬ । ২৪ চৈত্র ১৪৩২ । ১৮ শাওয়াল ১৪৪৭
পৃষ্ঠা ১২
মূল্য ৮ টাকা

অনুশীলনে 'মার্লিন বাই বোলা'

অ্যাকশন দুনিয়ায় পূজা

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ৫ বিলিয়ন ডলার ও এক অঙ্কে সুদহার দাবি

গভর্নরের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক

কালবেলা প্রতিবেদক ››

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলার করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই)। সেইসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সংকটের চিত্র তুলে ধরে অর্থনীতির স্বার্থে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ধীরে ধীরে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সংগঠনটির মহাসচিব মো. আলমগীর। বৈঠকে সংগঠনের অন্য ব্যবসায়ী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

মো. আলমগীর বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত ইডিএফ তহবিল এক সময় ৭ বিলিয়ন ডলার থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ তহবিল ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়েছে। গভর্নর এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ধাপে ধাপে তহবিল বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

এফবিসিসিআই মহাসচিব আরও বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদহার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। একই সঙ্গে তা পর্যায়ক্রমে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির চাপ কমিয়ে উৎপাদনমুখী খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

মো. আলমগীর জানান, ডলারের অভাব না থাকায় বিনিময় হার না বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে, যাতে একমত হয়েছেন। আইএমএফের কারণে এটা কমানো হয়েছে। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি করেছি। পরবর্তী সময়ে তা ৮ বিলিয়ন করার কথা বলা হয়েছে। হাতেম আরও বলেন, রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে পণ্য জাহাজীকরণের সময় একটি ঋণ নেওয়ার সুযোগ ছিল। সেটি এখন বন্ধ করা হয়েছে, আমরা সেটি চালু করতে বলেছি।

গভর্নরের সঙ্গে মতবিনিময়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান। বৈঠকে সুদের হার স্থিতিশীল রাখার আহ্বান জানিয়ে এফবিসিসিআই প্রশাসক বলেন, বর্তমান বিশ্ব বৈঠকে বৈদেশিক মুদ্রার (ডলার) জোগান স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থে প্রয়োজনীয় পলিসি সহায়তা প্রদান, বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবাহ যথাসাধ্য বৃদ্ধি করা, অনাদায়ী বা খেলাপি ঋণ (এনপিএল) কমিয়ে আনা, জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে বিদেশগামীদের আর্থিক সহায়তা ও সহজ শর্তে ঋণসহ অবাধ রেমিট্যান্স প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং গ্রাহক ঋণসীমা বর্ধিতকরণের প্রস্তাব জানানো হয়।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে ছিলেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি তাসকিন আহমেদ, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের

মঙ্গলবার
৭ এপ্রিল ২০২৬
২৪ চৈত্র ১৪৩২
১৮ শাওয়াল ১৪৪৭
রেজি. নং ডিএ-৬২
৭৫ বর্ষ, ৩১৩ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭৫ বছর

সংবাদ

গভর্নরের কাছে সুদের হার কমানোর দাবি জানালেন ব্যবসায়ীরা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের কাছে একগুচ্ছ দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে অন্যতম হলো সুদের হার কমানো। এ ছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করাসহ আরও নানা দাবি জানিয়েছেন। গভর্নর অনেকগুলো দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

গতকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) মহাসচিব মো. আলমগীর। বৈঠকে সংগঠনের অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

মো. আলমগীর বলেন, 'রপ্তানিকারকদের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত ইডিএফ তহবিল একসময় ৭ বিলিয়ন ডলার থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ তহবিল পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়েছে। গভর্নর এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ধাপে ধাপে তহবিল বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।' বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ইডিএফ ফান্ড বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। গভর্নর এটার সঙ্গে একমত হয়েছেন।

আইএমএফের কারণে এটা কমানো হয়েছে। আমরা আড়াই বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নতি করার কথা বলেছি। পরবর্তী সময়ে তা আট বিলিয়ন করার কথা বলা হয়েছে।'

ইডিএফ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি তহবিল, যেখানে ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল আমদানির জন্য সুদে ডলারে ঋণ পান। এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর সুদের হার প্রসঙ্গে বলেন, 'বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। একই সঙ্গে তা পর্যায়ক্রমে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, সরকারি খাতে ঋণবৃদ্ধির চাপ কমিয়ে উৎপাদনমুখী খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।'

বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'তিন মাস কেউ ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাঁকে খেলাপি করা হয়। সেটা বাড়িয়ে ছয় মাস করার দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এক প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে অন্য প্রতিষ্ঠান খেলাপি হয়ে যায়, সেটা বন্ধ করতে বলেছি। এ ছাড়া ঋণ পুনঃ তফসিল দেওয়ার পর সময় ৪ থেকে ৫ বছর দেওয়া হয়, তা বৃদ্ধি করে ১০ বছর করার দাবি জানানো হয়েছে।' সভায় জ্বালানি ব্যয় কমাতে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কম সুদে ঋণ-সুবিধা চালুর সুপারিশ করে এফবিসিসিআই।

The Daily Share Biz

শেয়ার বিজ

কড়চা

সংবাদ কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একমাত্র দৈনিক

২৪ চৈত্র ১৪৩২, ১৮ শাওয়াল ১৪৪৭, রেজি. নং : ডিএ ৫০৪১ | সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ | বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৭৪, ৮ পৃষ্ঠা, দাম ১০ টাকা

গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ব্যাংক ঋণের সুদহার এক অঙ্কে চান এফবিসিসিআই নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাংক ঋণের সুদের হার ধীরে ধীরে এক অঙ্কে (সিঙ্গেল ডিজিট) নামিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।

একই সঙ্গে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ফান্ডের পরিসর বাড়ানো এবং সব রপ্তানি খাতের জন্য তা উন্মুক্ত করারও দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল সোমবার মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়কালে এসব দাবি তুলে ধরে এফবিসিসিআইয়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এফবিসিসিআই প্রশাসক আবদুর রহিম খান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে গভর্নর মোস্তাকুর রহমানকে অভিনন্দন জানান আবদুর রহিম খান।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানান চ্যালেঞ্জের মুখে। ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়ানো, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা এবং বাস্তবভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে এফবিসিসিআই।

সুদের হার প্রসঙ্গে এফবিসিসিআই প্রশাসক বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা এবং বিনিয়োগ বাড়াতে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলেও আর্থিক খাত, রাজস্ব খাত ও বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই ধীরে ধীরে সুদের হার কমিয়ে এক অঙ্কে নামিয়ে আনার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে নীতিগত সহায়তা দেওয়া এবং বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি খেলাপি ঋণ কমানো, বিদেশগামী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং অবাধ রেমিট্যান্সপ্রবাহ নিশ্চিত করার প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়।

সভায় এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাংকিং সমস্যা দ্রুত সমাধানে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের আহ্বান জানান।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে আরও উপস্থিত ছিলেন— ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি তাসকিন আহমেদ, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক, উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ওয়েব) সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি জালাল উদ্দিন, বাংলাদেশ সিএনজি মেশিনারিজ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাকির হোসেন নয়ন ও বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন।

The Daily Star
YOUR RIGHT TO KNOW
The Daily Star
SECOND EDITION
03/04/2022 Main Edition Pg 03

Export development fund may rise to $5b

Business leaders say central bank governor gave the assurance

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh Bank Governor Md Mostaqur Rahman yesterday assured business leaders that the export development fund (EDF) may be gradually expanded to $5 billion, according to the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI).

The assurance came during a meeting held at the central bank in Dhaka with FBCCI leaders, said Md Alamgir, secretary general of the apex business body, after the meeting.

Alamgir told journalists that the EDF, formed from foreign exchange reserves to support exporters, once stood at $7 billion but has now declined to around $2.2 billion.

Business leaders urged the central bank to raise the fund to $5 billion, and the governor responded positively, assuring that the amount would be increased in phases, he added.

On lending rates, Alamgir said business leaders stressed the need to keep interest rates stable to encourage investment and maintain industrial competitiveness.

They also recommended gradually bringing lending rates down to single digit.

The business leaders further urged the central bank to increase credit flow to the private sector, saying financing should be directed more towards productive sectors by reducing pressure from public-sector borrowing.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the proposal to expand the EDF had received the governor's agreement.

"The fund was reduced because of IMF-related conditions. We have proposed raising it from around $2.5 billion to $5 billion first, and later to $8 billion," Hatem said.

He added that business leaders also sought relaxation in loan classification rules.

At present, borrowers are classified as defaulters if they fail to repay loans for three months.

READ MORE ON B3

Scanned with CamScanner

Export

FROM PAGE B1

Business leaders proposed extending that period to six months. They also urged the central bank to stop the practice under which one defaulting business affects the classification status of its affiliated entities.

In addition, business leaders proposed extending the repayment period after loan rescheduling from the current four to five years to 10 years.

FBCCI also recommended introducing low-cost green financing facilities to encourage investment in renewable energy, including solar power, to reduce energy costs.

Scanned with CamScanner

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Tuesday • April 7, 2026
XXIII No. 143 • Regd No. DA 1589 • Chaitra 24, 1432 BS • Shawwal 18, 1447 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

FBCCI opposes weakening of taka

Business leaders seek policy relief, also call for stable exchange rate and larger export fund to support struggling industries

FE REPORT

Business leaders on Monday urged the central bank to maintain exchange-rate stability and ease financing conditions, arguing that current macroeconomic pressures are already weighing heavily on investment and production.

With remittance inflows strengthening foreign-exchange reserves, they see little justification for further currency depreciation.

At the same time, trade bodies are pushing for a broader set of policy measures, including expanded export financing and lower borrowing costs, to revive private sector activity amid a prolonged slowdown.

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) urged the central bank not to further devalue the Bangladeshi taka, citing adequate foreign currency reserves supported by rising remittance inflows.

During a meeting with Bangladesh Bank (BB) Governor Mostaqur Rahman, an FBCCI delegation led by its Administrator Abdur Rahim Khan submitted a 12-point proposal, including a request to expand the Export Development Fund (EDF) to $5.0 billion from the current level of around $2.30 billion.

Leaders of the country's apex trade body emphasised that there is no shortage of US dollars in the market and requested the regulator to keep the exchange rate stable.

Speaking to reporters after the meeting, FBCCI Secretary General Alamgir Hossain said the federation had asked the central bank to refrain from further depreciation of the taka.

I SEE PAGE 7 COL 1

FBCCI opposes weakening of taka

I FROM PAGE 8 COL 6

He added that the governor assured them there is no dollar crisis and warned of regulatory action against any unauthorised moves to raise exchange rates.

He noted that the EDF had previously stood at around $7 billion but has now declined to about $2.2 billion. The federation proposed increasing the fund to $5.0 billion to better support exporters.

In addition, the business body recommended reducing the interest rate on EDF loans from 5 per cent to 2 per cent.

The EDF had earlier been scaled down following concerns over loan defaults, misuse of funds and concentration of large exposures among a few business groups, as well as to comply with conditions set by the International Monetary Fund (IMF) under its ongoing $5.5 billion lending programme aimed at stabilising the macroeconomic situation.

President of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Mohammad Hatem, said they had proposed raising the EDF to $5.0 billion initially and expanding it gradually to $8.0 billion in the coming years.

He also raised concerns over rising production costs due to higher lending rates under the tight monetary policy stance.

"We requested the central bank governor to take steps to reduce the policy rate to facilitate business and employment under the current sluggish business scenario," he said.

The business leader further noted that a pre-shipment credit scheme of Tk 50 billion, offered at an interest rate of 5.0 per cent to support exports, has remained suspended since April last year.

"We requested the central bank to resume the financing scheme, and the governor responded positively," he added.

Meanwhile, members of the Board of Directors of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), led by its President Taskeen Ahmed, paid a courtesy call on the central bank governor on the same day.

At the meeting, Taskeen Ahmed said private sector credit growth has declined to 6.03 per cent, the lowest in 22 years. He also noted that the policy rate currently stands at 10 per cent, pushing lending rates up to around 16-17 per cent.

This, he said, reflects tight liquidity conditions in the banking system, making financing increasingly expensive and, in many cases, less accessible for businesses, particularly SMEs and manufacturing industries.

To address the situation, DCCI proposed a gradual reduction in the policy rate to lower lending costs and boost private investment.

Alternatively, providing subsidised loans to priority sectors such as manufacturing, export-oriented industries and SMEs could help reduce borrowing costs and support economic recovery.

Emphasising the need to restore confidence in the investment climate, Taskeen Ahmed also highlighted the importance of strengthening governance in the banking and financial sectors.

He noted that recent changes in loan classification policy, reducing the timeframe from nine months to three months, along with high business costs, energy shortages and weak demand, have added pressure on businesses.

Considering these challenges, he proposed reconsidering loan rescheduling facilities for unintentional defaulters and extending the loan classification period to at least six months.

jubairfe1980@gmail.com

NEWAGE

SCAN here to read New Age Online

The outspoken daily ■ www.newagebd.net ■ Dhaka, Tuesday, April 7, 2026, Chaitra 24, 1432 BS ■ Regd No. D

GOVERNOR-FBCCI MEETING

BB assures expanding EDF to $5 billion

Staff Correspondent

Md Mostaqur Rahman

BANGLADESH Bank governor Md Mostaqur Rahman has assured business leaders that the Export Development Fund (EDF), created from the country's foreign exchange reserves, will be expanded in phases to $5 billion to support exporters facing dollar constraints.

The assurance came at a meeting with leaders of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry at the central bank headquarters in Dhaka on Monday, amid growing concerns over pressure on the foreign exchange market and the risk of reserve depletion in the wake of Middle East war.

The International Monetary Fund raised concerns over lending from foreign exchange reserves through the EDF, prompting the previous governor to scale down the fund.

The fund, designed to finance export operations, has weakened partly as a significant portion of earlier disbursements turned into forced loans and later defaulted, according to bankers.

However, business leaders now proposed raising the fund to $5 billion in the initial phase, with a longer-term target of $8 billion. The governor agreed in principle and said the increase would be implemented gradually.

FBCCI secretary general Md Alamgir said after the meeting that the EDF had fallen sharply from $7 billion to about $2.2 billion.

On interest rates, Alamgir said businesses called for stability to sustain investment and maintain industrial competitiveness.

They also suggested a phased reduction in lending rates to single digits.

He stressed the need to increase credit flow to the

Continued on B2 Col. 4

BB assures

Continued from B1

private sector by easing pressure from government borrowing and directing funds towards productive activities.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association president Mohammad Hatem said the governor supported the EDF expansion proposal, noting that the fund had been reduced under IMF-related conditions.

He said businesses want the fund raised to $5 billion first and eventually to $8 billion.

Hatem also raised concerns over loan classification rules.

Currently, borrowers are marked as defaulters after three months of non-payment. Business leaders proposed extending this period to six months.

They also urged the central bank to stop the practice where one defaulting entity affects the classification status of its related companies.

They further proposed extending the repayment period for rescheduled loans to 10 years from the existing four to five years to ease financial pressure on businesses.

The FBCCI also recommended introducing low-cost green financing to support investment in renewable energy, including solar power, as rising energy costs continue to weigh on industries.

Alamgir said the governor indicated that the exchange rate is expected to remain stable, citing adequate dollar liquidity in banks, and expressed optimism about steady foreign currency inflows in the near term.

Boeing VP

Continued from B1

commitment to supporting the development of Bangladesh's aviation industry.

He noted that Bangladesh's strategic location between South and Southeast Asia offered significant potential to emerge as a regional aviation hub.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | April 7, 2026 | Chaitra 24, 1432 BS | Shawal 18, 1447 Hijri | TUESDAY | Vol 15 | No. 92 | Regd. No. DA6132 | 12 Pages | Price Tk 10

US-ISRAELI STRIKES HIT IRAN'S TOP UNIVERSITY, OIL SITES, 34 KILLED ▶ PAGE 11

BANGLADESH GDP GROWTH SLOWS TO 3.03PC IN Q2 FY26 ▶ PAGE 6

TARGETING CIVILIAN INFRASTRUCTURE 'ILLEGAL': EU CHIEF ▶ PAGE 11

FBCCI stands against Taka depreciation, proposes $5 billion EDF

Business Correspondent

The country's apex business leaders have firmly stood against further depreciation of the Taka, warning that a weaker currency would drive up inflation, raise import costs and intensify pressure on industries already facing high energy, commodity and freight expenses.

They urged Bangladesh Bank (BB) to maintain a stable exchange rate and ensure adequate dollar liquidity to support smooth import and export operations.

A delegation of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), led by Administrator Md Abdur Rahim Khan, placed a 12-point written set of demands during a meeting on Monday with BB Governor Md Mostaqur Rahman.

The delegation said recent remittance growth has ensured sufficient foreign exchange availability, making any exchange rate hike unnecessary at this stage.

FBCCI Secretary General Alamgir Hossain said the delegation informed the governor that there is no dollar shortage in the market and therefore the Taka should not be allowed to depreciate further.

He added that the governor assured them that there is no scope for increasing the exchange rate and that action would be taken if any instability arises in the market.

Alongside exchange rate stability, FBCCI strongly demanded expansion of the Export Development Fund (EDF) to $5 billion from the current level of around $2.3 billion.

The business leaders argued that exporters need stronger financial support to remain competitive globally, especially amid rising production costs and geopolitical uncertainties.

They also proposed extending EDF loan tenure from the existing shorter period to five years and reducing the interest rate from 5 percent to 2 percent. The delegation emphasized that long-term, low-cost financing is essential to sustain export growth and maintain industrial momentum.

They highlighted operational concerns, noting that financing facilities previously available at the shipment stage have been discontinued. They urged authorities to restore such support to ensure uninterrupted export activities.

FBCCI also raised concerns over high lending rates, calling for a reduction to single-digit levels to encourage investment and industrial expansion. The delegation stressed the need for policy support, including easier loan rescheduling, concessional financing, and incentive packages for distressed industries.

In addition, business leaders called for stronger coordination among Bangladesh Bank, the National Board of Revenue, and the Export Promotion Bureau to prevent misuse of foreign exchange and ensure proper financial governance.

They also emphasized reforms in the banking sector to protect depositors, reduce non-performing loans, and restore discipline.

The delegation further discussed banking consolidation issues, including the formation of a combined Islamic bank from multiple institutions, and urged safeguarding the interests of both depositors and borrowers.

The FBCCI warned that without stable exchange rates, adequate dollar supply, and lower financing costs, inflationary pressures will rise further and economic stability may be undermined.

A daily with a difference
Bangladesh Post
www.bangladeshpost.net
www.facebook.com/dailypost

FBCCI urges BB to increase EDF, raise single borrower exposure limit

Business Desk

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) on Monday urged Bangladesh Bank (BB) to increase the size of the Export Development Fund (EDF) and raise the single borrower exposure limit to support businesses.

The apex trade body made the call at a meeting with BB Governor Md Mostaqur Rahman at the central bank headquarters in the capital.

Speaking to journalists after the meeting, FBCCI Secretary General Md Alamgir said the EDF, created to support exporters, has significantly declined in size.

"Previously, the EDF stood at around $7 billion, but it has now come down to nearly $2.2 billion. We did not propose increasing it to $5 billion at once; rather, we suggested that the fund be expanded gradually," he said.

Alamgir also said the FBCCI urged the central bank to reduce the bank rate to ease business operations, stressing the importance of maintaining a stable exchange rate.

Referring to the governor's remarks, he said there is little likelihood of an increase in the US dollar rate, as banks currently have adequate dollar liquidity.

He also expressed optimism that US dollar inflows would remain strong in the near future.

Regarding lending limits, he said the current single borrower exposure limit stands at 15 percent, and the FBCCI proposed raising it to 25 percent to facilitate larger financing for businesses.

He further emphasised the need to protect borrowers who have taken loans from Sammilito Islami Bank, noting that businesses must remain operational to ensure loan repayment.

The Financial Post

Tuesday | Reg. No. DA 6537 | Vol. 08 | No. 333 | 24 Chatro 1432 BS | 19 Shawal 1447 Hijri | Pages 8 | Price tk 10

Governor assures raising export development fund to $5b: FBCCI

Business Correspondent

Bangladesh Bank Governor Md Mostaqur Rahman today assured business leaders that the Export Development Fund (EDF) may be gradually expanded to $5 billion, according to the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI).

The assurance came during a meeting held at the central bank in Dhaka with FBCCI leaders, said Md Alamgir, secretary general of the apex business body, after the meeting.

Alamgir told journalists that the EDF, formed from foreign exchange reserves to support exporters, once stood at $7 billion but has now declined to around $2.2 billion.

Business leaders urged the central bank to raise the fund to $5 billion, and the governor responded positively, assuring that the amount would be increased in phases, he added.

On lending rates, Alamgir said business leaders stressed the need to keep interest rates stable to encourage investment and maintain industrial competitiveness.

They also recommended gradually bringing lending rates down to single digits.

bringing lending rates down to single digits.

The business leaders further urged the central bank to increase credit flow to the private sector, saying financing should be directed more towards productive sectors by reducing pressure from public-sector borrowing.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said the proposal to expand the EDF had received the governor's agreement.

"The fund was reduced because of IMF-related conditions. We have proposed raising it from around $2.5 billion to $5 billion first, and later to $8 billion," Hatem said.

He added that business leaders also sought relaxation in loan classification rules.

At present, borrowers are classified as defaulters if they fail to repay loans for three months.

Business leaders proposed extending that period to six months. They also urged the central bank to stop the practice under which one defaulting business affects the classification status of its affiliated entities.

In addition, business leaders proposed extending the repayment period after loan rescheduling from the current four to five years to 10 years.

FBCCI also recommended introducing low-cost green financing facilities to encourage investment in renewable energy, including solar power, to reduce energy costs.

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
www.daily-sun.com
Dhaka Tuesday 7 April 2026 24 CHAITRA 1432 BS 18 SHAWWAL 1447 HIJRI Vol. 16 No. 1601 16 Pages 1 Price Tk 15

WINNER
FIT AGAIN, HRIDOY TAKES ON BANGLADESH'S NEW SPIN MACHINE
PAGE 6

Businesses urge rate cuts, EDF expansion to ease pressure on private sector

Daily Sun Report, *Dhaka*

Business leaders have urged Bangladesh Bank Governor Md Mostaqur Rahman to cut lending rates and expand key financial support, including the Export Development Fund (EDF), to ease mounting pressure on the private sector.

The demands were raised at a meeting with the central bank on Monday, where a delegation led by Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) Administrator Abdur Rahim Khan submitted a 12-point proposal.

FBCCI Secretary General Md Alamgir said the governor responded positively to several proposals.

Call to expand EDF

Leaders proposed increasing the EDF, used to provide low-cost dollar loans for raw material imports, from about US$2.2 billion to $5 billion, with a longer-term target of $8 billion.

They also called for extending loan tenures from one year to five years and cutting interest rates from 5% to 2%.

Alamgir noted the EDF had previously reached $7 billion before being scaled down due to defaults, misuse, and IMF-related conditions.

BKMEA President Mohammad Hatem said the governor had agreed in principle to expanding the fund.

Push for lower rates, relaxed loan rules

Businesses also urged bringing lending rates down to single digits to boost investment and competitiveness, while calling for reduced government borrowing from banks to improve private sector credit flow.

They proposed easing loan classification rules by extending the default period from three months to six months and preventing automatic default classification of related entities.

They also called for extending loan rescheduling tenures from 4-5 years to up to 10 years.

>> Biz-3 Col 4

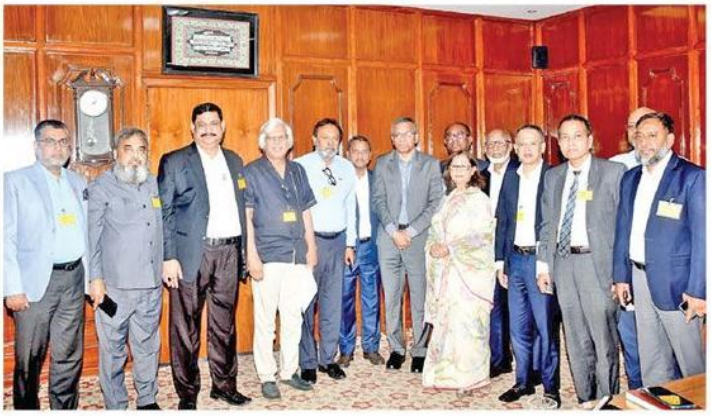

Businesses urge

From Biz-1

Exchange rate and policy support

Citing rising remittance inflows, business leaders said there was no dollar shortage and urged the central bank to prevent further increases in the exchange rate.

Alamgir said the governor assured that any unjustified depreciation would be addressed.

Leaders also sought policy support to offset rising costs driven by global instability, including the Middle East conflict.

They called for low-interest financing for green projects, reintroduction of export loans at the shipment stage, and relaxation of single borrower exposure limits.

Support measures for distressed industries – such as easier loan terms, rescheduling, and stimulus packages – were also requested.

Reforms and rising costs

The meeting also discussed banking sector reforms, including the merger of five banks into Sammilito Islami Bank, with business leaders stressing the need to protect depositors and borrowers while restoring discipline.

They warned that rising fuel, raw material, and transport costs are squeezing margins and investment, underscoring the need for timely policy support to sustain businesses, economic activity, and employment.

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

টাকার অবমূল্যায়নের বিপক্ষে এফবিসিসিআই

এফবিসিসিআই

ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের বিরোধিতা করেছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। সংগঠনটির নেতারা বলেছেন, মুদ্রার মান কমানো হলে তা সরাসরি মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেবে এবং অর্থনীতিতে খরচের চাপ আরও বাড়াবে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এফবিসিসিআই প্রশাসক আবদুর রহিম খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এসব মতামত তুলে ধরে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিল্প ও রপ্তানি খাতের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বৈঠকে এফবিসিসিআই জানায়, বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শিল্প ও বিনিয়োগ টিকিয়ে রাখতে নীতিগত সহায়তা জরুরি হয়ে পড়েছে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, জ্বালানি ও কাঁচামালের উচ্চমূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শিল্প খাতের উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় রফতানিকারকরাও বাড়তি চাপের মুখে পড়েছেন।

এ প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানায় সংগঠনটি। এফবিসিসিআইয়ের মতে, অতীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে।

সুদের হার প্রসঙ্গে সংগঠনটি বলেছে, বিনিয়োগ ও শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সুদের হার স্থিতিশীল রাখা জরুরি। পাশাপাশি ধাপে ধাপে সুদের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

ডলার সংকট মোকাবিলায় বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার ওপর জোর দেন ব্যবসায়ীরা। একইসঙ্গে ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে ডলার অপব্যবহার ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যের মধ্যে সমন্বয় আনার সুপারিশ করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, পুনঃতফশিলকরণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যকর করার দাবি জানানো হয় বৈঠকে। বিশেষ করে ঋণ পুনঃতফশিলের সময়সীমা তিন মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাস করার প্রস্তাব দেয় এফবিসিসিআই।

বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সংগঠনটি জানায়, সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি থাকায় উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।

খেলাপি ঋণ কমাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি অনিচ্ছাকৃত খেলাপিদের জন্য পুনর্বাসনমূলক নীতি সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেয় ব্যবসায়ী নেতারা।

প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়াতে বিদ্যমান প্রণোদনা অব্যাহত রাখা এবং বিদেশগামী শ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার সুপারিশও করা হয় বৈঠকে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণের দাবি জানানো হয়।

শিল্প খাতের ব্যাংকিং সমস্যার দ্রুত সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে এফবিসিসিআই। পাশাপাশি জ্বালানি ব্যয় কমাতে সোলারসহ গ্রিন এনার্জি খাতে স্বল্পসুদের ঋণ, একক ঋণসীমা ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা এবং রপ্তানিমুখী খাতের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়।

ব্যবসায়ী নেতারা আশা প্রকাশ করেন, এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও দেশের বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতি ধরে রাখা সম্ভব হবে।

bdnews24.com

টাকার অবমূল্যায়ন চায় না এফবিসিসিআই

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলার করা এবং ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সুদ কমানোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

রেমিটেন্সে ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটি 'স্থিতিশীল' জায়গায় পৌঁছানোয় এখন আর টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার নতুন করে না বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই।

সংগঠনের প্রশাসক আব্দুর রহিম খানের নেতৃত্বে এফবিসিসিআইয়ের একটি প্রতিনিধিদল সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে মোট ১২ দফা সুপারিশ করে।

এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর পরে সাংবাদিকদের বলেন, "ডলারের অভাব না থাকায় বিনিময় হার না বাড়ানোর জন্য বলেছি। টাকার মান যেন আর না কমানো হয়।

"গভর্নর আমাদের বলেছেন, দেশে ডলারের কোনো অভাব নেই। এক্সচেঞ্জ রেট বাড়ানোর কোনো সুযোগে নাই। কেউ যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

রপ্তানি খাতকে সহযোগিতা করতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) গঠন করা হয়। বর্তমানে তার আকার কমে দুই বিলিন ডলারে নেমেছে। এই পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছে এফবিসিসিআই।

ইডিএফ ফান্ড থেকে পাওয়া ঋণের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে ৫ বছর এবং সুদহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করারও দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ইডিএফ এর আকার দুই দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি খাতের ব্যবসায়ীদের জন্য এ তহবিল থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়। এক সময় এর আকার ৭ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল।

এ তহবিলের অর্থ খেলাপি হয়ে যাওয়া, ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে গড়িমসি ও একটি গ্রুপের কাছেই চার বিলিয়ন ডলারের মত অর্থ চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মানতে গিয়ে ইডিএফের আকার কমিয়ে আনা হয়।

এর বিপরীতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করতে স্থানীয় মুদ্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার 'রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল' গঠন করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

আলমগীর হোসেন বলেন, ''আমরা বলেছি, ধীরে ধীরে কেইস-টু-কেউস বেসিস ধরে ফান্ডের আকার যেন বাড়ানো হয়।' '

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে ব্যবসায় খরচ বেড়ে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা বলেছি, ব্যবসায়ীদের নীতি সহায়তা দিতে হবে।' '

সভায় ৫ ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়।

আলমগীর হোসেন বলেন, ''আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার কথা আমরা বলেছি। ব্যাংকিং খাতে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল তা ঠিক করা দরকার।' '

একক গ্রাহক ঋণ সীমা তুলে দেওয়ার দাবি তুলে এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, এখন তো ব্যবসার খরচ অনেক বেড়ে গেছে। তাই সীমাটি বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।"

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ''রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে পণ্য জাহাজীকরণের সময় একটি ঋণ নেওয়ার সুযোগ ছিল। সেটি এখন বন্ধ করা হয়েছে, আমরা বলেছি সেটি চালু করতে।' '

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জের মুখে চলে গেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এখন ব্যবসায়ীদের নীতি সহায়তা দিতে হবে। তাহলে ব্যবসা সচল থাকবে। অর্থনীতি সচল হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে।

বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশীয় চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ধরে রাখতে জরুরি নীতি সমর্থন প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

ব্যবসায়ীদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগ বাড়াতে সুদ কমানো, ডলার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, অর্থনৈতিক চাপ মোকাবেলায় সুদের হার কমিয়ে এক অঙ্কে নামানো, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতায় জ্বালানি ও কাঁচামালের উচ্চমূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শিল্প খাতের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় ঋণের সুবিধা বাড়ানো, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, পুনঃতফশীলকরণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজ কার্যকর করা।

দেশের প্রথম অনলাইন বিজনেস নিউজ পোর্টাল
অর্থসূচক
www.arthosuchak.com

বৈদেশিক মুদ্রা, ঋণ ও রপ্তানি উন্নয়নের সুপারিশ এফবিসিসিআই'র

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গঠিত রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) দ্বিগুণ করে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি (এফবিসিসিআই)। সভায় প্রধানত বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ, ঋণের শর্ত, সুদের হার, ইডিএফ তহবিল ও ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের সহায়তা বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি তুলে ধরেন ব্যবসায়ী নেতারা।

আফরোজ হোসেন জানান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল দ্বিগুণ করে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা এবং সব রপ্তানি খাতের জন্য তা উন্মুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একক ঋণসীমা বর্তমানের তুলনায় পঁচিশ শতাংশে বৃদ্ধি, সুদের হার এক অঙ্কে রাখা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও ব্যবসায় পুনঃতফশিল, সহজ শর্তে ঋণ এবং প্রণোদনা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি ও উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ডলার সরবরাহ নিশ্চিত করা, ওভার-ইনভয়েসিং প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তথ্য সমন্বয়ের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জনাব তুহিন আহমেদ বলেন, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও সংস্কার জরুরি। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার পদক্ষেপ নেওয়া এবং সরকারি ঋণের চাপ কমিয়ে উৎপাদন খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ।

সভায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধি, হেল্পডেস্ক চালু, সহজ শর্তে জামানতহীন ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি আমদানি ব্যয় কমাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি বৈঠকে বিশেষ কমিটি গঠনেরও সুপারিশ করেছে, যা শিল্প খাতের ব্যাংকিং সমস্যা দ্রুত সমাধানে কাজ করবে।

গণমাধ্যমে জানানো হয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এবং কাঁচামাল ও জ্বালানি ব্যয়ের বৃদ্ধি দেশের শিল্প ও রপ্তানি খাতকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব হলো ঋণ প্রবাহ, ব্যাংকিং শৃঙ্খলা ও নীতিগত সহায়তা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

সারাবাংলা
sarabangla.net

রিজার্ভ থেকে আরও ঋণ চায় এফবিসিসিআই

এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর।

ঢাকা: দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন স্বাভাবিক রাখতে রিজার্ভ থেকে আরও ঋণ চেয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষস্থানীয় সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। রফতানি খাতের উন্নয়ন খাতের ইডিএফ তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে এ ঋণ চাওয়া হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে এক বৈঠকে এ কথা আহ্বান জানান এফবিসিসিআই নেতারা।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর। তিনি বলেন, ইডিএফ তহবিলে আগে ৭ বিলিয়ন ডলার ছিল। বর্তমানে তা ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে। এরপরও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে যেন ডলারের বাজারে কোনো সংকট তৈরি না হয়, সেজন্য আমরা ইডিএফ তহবিলের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার অনুরোধ জানিয়েছি। গভর্নর কথা দিয়েছেন, তিনি ধীরে ধীরে তা বাড়াবেন।

রফতানিকারকদের ঋণ সুবিধা দিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ইডিএফ গঠন করা হয়। ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ এ তহবিলের আকার ছিল ৩৫০ কোটি বা সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরুর পর প্রথম দফায় সরকারের নির্দেশে ইডিএফের আকার ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। এরপর কয়েক দফায় বাড়ানোর পর এর আকার এক সময় ৭ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকে। বর্তমানে এ তহবিলে প্রায় ২৩০ কোটি বা ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আছে বলে জানা গেছে।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে সুদহার কমানো ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার থাকা ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের যেন স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানিয়েছে এফবিসিসিআই।

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)
National News Agency of Bangladesh

FBCCI urges BB to increase EDF, raise single borrower exposure limit

DHAKA, April 6, 2026 (BSS) - The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) today urged Bangladesh Bank (BB) to increase the size of the Export Development Fund (EDF) and raise the single borrower exposure limit to support businesses.

The apex trade body made the call at a meeting with BB Governor Md Mostaqur Rahman at the central bank headquarters in the capital.

Speaking to journalists after the meeting, FBCCI Secretary General Md Alamgir said the EDF, created to support exporters, has significantly declined in size.

"Previously, the EDF stood at around $7 billion, but it has now come down to nearly $2.2 billion. We did not propose increasing it to $5 billion at once; rather, we suggested that the fund be expanded gradually," he said.

Alamgir also said the FBCCI urged the central bank to reduce the bank rate to ease business operations, stressing the importance of maintaining a stable exchange rate.

Referring to the governor's remarks, he said there is little likelihood of an increase in the US dollar rate, as banks currently have adequate dollar liquidity.

He also expressed optimism that US dollar inflows would remain strong in the near future.

Regarding lending limits, he said the current single borrower exposure limit stands at 15 percent, and the FBCCI proposed raising it to 25 percent to facilitate larger financing for businesses.

He further emphasised the need to protect borrowers who have taken loans from Sammilito Islami Bank, noting that businesses must remain operational to ensure loan repayment.

Dhaka Tribune

Business leaders want single digit interest rate

A delegation of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), the country's top business organization, paid a courtesy call on Bangladesh Bank Governor Md Mostakur Rahman and exchanged views.

The meeting was held at the Bangladesh Bank office on Monday (April 6).

In the meeting, the FBCCI highlighted various crises in business and called for the interest rate of bank loans to be gradually reduced to single digits (single digits) for the benefit of the country's economy.

At the same time, a request was made to expand the Export Development Fund (EDF) and keep it open for all types of export sectors.

The business delegation, led by FBCCI Administrator Md Abdur Rahim Khan, participated in the meeting.

The FBCCI administrator said that the country's economy is currently facing various domestic and global challenges.

The business community expects Bangladesh Bank to play an effective role in establishing discipline in the banking sector, controlling inflation, increasing remittance flows, maintaining exchange rate stability and formulating realistic monetary policy.

He said, in the current global economic situation, it is important to maintain the competitiveness of domestic products and keep interest rates stable to attract new investments. Although interest rates are an important way to control inflation, inflation control is not possible without coordination between the financial sector, fiscal policy and market management.

For this reason, he called for reducing interest rates step by step to single digits.

At the meeting, FBCCI leaders also emphasized on maintaining the supply of foreign currency and maintaining the exchange rate of the dollar.

They also proposed providing necessary policy support to affected industrial and commercial institutions, increasing the flow of credit to the private sector, reducing non-performing or defaulted loans and providing financial assistance including loans on easy terms for workers going abroad.

In addition, importance was also given to increasing the customer credit limit (single borrower exposure) and ensuring free remittance flow.

The FBCCI administrator thanked the central bank for the incentives and policy support provided by Bangladesh Bank to various industrial and service sectors to deal with the post-Covid situation, the Russia-Ukraine war, the instability in the Middle East and the global economic crisis.

At the time, FBCCI Secretary General Md. Alamgir called for the formation of a special committee to quickly resolve the banking problems of the small and medium enterprises sector.

FBCCI also expressed its commitment to work closely with the central bank to develop the country's trade, commerce and economy.

The business delegation was also attended by Dhaka Chamber President Taskin Ahmed, Bangladesh Chamber of Industries President Anwar-ul-Alam Chowdhury Parvez, Chapainawabganj Chamber President Abdul Wahed, former BGMEA President SM Fazlul Haque, BTMA Vice President Shafiqul Islam Sarkar, BGMEA Director Majumder Arifur Rahman, BKMEA President Mohammad Hatem, Barvida President Md. Abdul Haque, Women Entrepreneurs Association of Bangladesh President Nasrin Fatema Awal and business leaders from various sectors